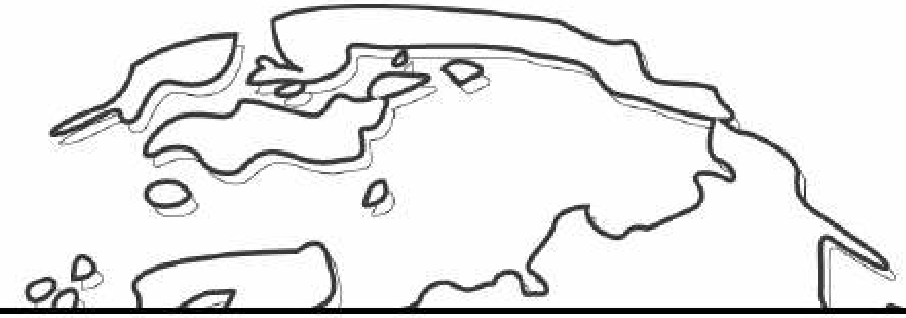

উন্মুক্ত স্মৃতিঃ

মানবাধিকার অর্জনে সহায়তার জন্য আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা

ডামিয়ান ফেরারি

NEW Tactics in Human Rights

দি সেন্টার ফর ভিকটিম অব টরচার কেন্দ্রের নয়া কৌশল প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত একটি কৌশল পত্র সহায়িকা ।

গুরুত্বপূর্ণঃ সেন্টার ফর ভিকটিম অফ টর্চার (সি ভি টি) এই পাঠক্রমের বিশুদ্ধতার কোন নিশ্চয়তা দিচ্ছে না, এবং টাইপ করার সময় অবহেলা প্রসূত কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভুলক্রটির জন্য দায়ী নয়।

প্রথম অধ্যায়:
সূচনা
মেমোরিয়া আবিয়ের্তা
কর্মসূচীর ফলাফল: ব্যবহার মহাফেজখানার

দ্বিতীয় অধ্যায়:
সংস্থাসমূহের মধ্যে মহাফেজখানাসমূহের সমন্বয়ের চ্যালেঞ্জ
কাজের দল

তৃতীয় অধ্যায়:
দলীল দস্তাবেজ জরীপ: তথ্যাদির শ্রেণীভূক্তকরণ
কার্যক্রম সংগঠিতকরণ
নথীবদ্ধকৃত ঐতিহ্য কর্মসূচী উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ
তথ্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণ

সিদ্ধান্ত:
নথীবদ্ধ করার ক্ষেত্রে মহাফেজখানাসমূহের সমন্বয় কার্যক্রম

বিষয় ভিত্তিক বক্তসমূহ
নথীবদ্ধকরণ: সত্যের জন্য তথ্যাবলী
নথীবদ্ধকৃত ঐতিহ্য কর্মসূচী সম্পাদনের কাজের দল : দায়িত্বের বিবরণ ও বরাদ্দকৃত সময়।
মানবাধিকার সংগঠনসমূহের দলীল দস্তাবেজসমূহের প্রাথমিক জরীপ (অক্টোবর ২০০১)
নথীপত্রাদি বিবরণাদি লিপিবদ্ধকরণ বিশেষণ করার পদ্ধতি

সংযুক্তি
মানবাধিকার সংস্থাসমূহের মহাফেজখানা: সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
যে ধরনের জাদুঘর আমরা চাই
প্রাথমিক প্রতিবেদনে জরীপকৃত দলীল দস্তাবেজসমূহের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ
সংরক্ষণ
মেমোরিয়া আবিয়ের্তা : নমুনা অনুসন্ধান

প্রথম অধ্যায়

সূচনা ঃ নথীবদ্ধকৃত ঐতিহ্য কর্মসূচি

নথীবদ্ধকৃত ঐতিহ্য হচ্ছে মেমোরিয়া আবিয়ের্তা (উন্মুক্ত স্মৃতি)-র একটি কর্মসূচি। যার লক্ষ্য হচ্ছে অংশগ্রহণকারী মানবাধিকার সংস্থাসমূহের, প্রাতিষ্ঠানিক মহাফেজখানায় সংরক্ষিত দলীল পত্রাদির ব্যবহার পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন।

এই কর্মসূচি, প্রতিটি সদস্য সংস্থার দলীল পত্রাদি, একটি সাইটে সজ্জিত করার কাজে সমন্বয় করে, যেখানে থাকবে বিবরণ, বিশেষণ এবং সংরক্ষণ। প্রতিটি দলীলের থাকবে নিজস্ব ফাইল, যার মধ্যে অনলাইন ডাটাবেসের মাধ্যমে প্রবেশ করা যাবে।

একটি বহুমূখী বিশেষজ্ঞদের দল, প্রতিটি সংস্থা থেকে একজন করে প্রতিনিধিদের সঙ্গে সমন্বয় করে মহাফেজখানা বিন্যস্ত করার কাজ করবে।

নথীবদ্ধকৃত ঐতিহ্য কর্মসূচির প্রত্যাশা হচ্ছে (১৯৭৬-১৯৮৩)[১] রাষ্ট্রীয় নিপীড়নকালীন সময়কালের সমস্ত দলীল দস্তাবেজ, নথীপত্র, শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ব্যবহার উপোযোগী রাখা, যার ফলে আর্জেন্টিনাতে কী ঘটেছিল সে বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও জ্ঞান চর্চার সহায়তা হয়।

আমরা বিভিন্ন সংস্থার মহাফেজখানা ব্যবস্থাপনায় সহায়তার মাধ্যমে সদস্য সংস্থাগুলোকে সহায়তা করতে চাই। তারা যে শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব দলীল দস্তাবেজ তথ্যাদি ব্যবহার করবে তাই নয়, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠবে। মহাফেজখানা সংশিষ্ট বেশ কয়টি আঞ্চলিক ও জাতীয় প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে।[২]

নথীবদ্ধকরণ ঃ সত্যের জন্য তথ্যাদি

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মানবাধিকার সংগঠনসমূহ, জোর করে গুম করা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের আইনগত দলীল পত্রাদি সংগ্রহ করে আসছে।

বেঁচে যাওয়া লোকজন ও ভুক্তভোগীদের আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক সরবরাহকৃত এইসব নথীপত্র, আইনগত লড়াইতে সহায়তা করে। এছাড়া নিখোঁজ, কিডন্যাপকৃত লোকজন ও ছেলেমেয়েদের খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে এই সব দলীলপত্র খুবই সহায়ক।

মানবাধিকার সংরক্ষণের সংগ্রামে এই সব মহাফেজখানা জীবন্ত ইতিহাস। সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রামে এইসব দলীল অমূল্য সম্পদ হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।

মেমোরিয়া আবিয়ের্তা

১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, মেমোরিয়া আবিয়ের্তা হচ্ছে; প্রতিটি মানবাধিকার সংগঠনের সমন্বিত কার্যক্রম, যারা সাম্প্রতিক অতীতে সংগঠিত নির্যাতনের স্মরণ ও স্মৃতি সংরক্ষণ কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে আগ্রহী। এই সমন্বিত কার্যক্রমের দায়িত্ব হচ্ছে, আর্জেন্টিনাতে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের সময়কালে যা ঘটেছিল সে সম্পর্কিত দলীল দস্তাবেজ সংরক্ষণ করা।

যে সমস্ত মানবাধিকার সংগঠনসমূহ মেমোরিয়া আবিয়ের্তা গঠন করেছে তারা হলো ঃ

- সেন্টার ফর লিগ্যাল এ্যান্ড সোস্যাল স্টাডিজ (সিইএলএস)
- গুড মেমোরি এসোসিয়েশন
- মাদারস অফ দি প্লাজা ডি মেয়ো ফাউন্ডিং লাইন
- পার্মামেন্ট এসেমব্লী ফর হিউম্যান রাইটস (এপিডিএইচ)

১. সংযুক্তি দেখুন:'মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মহাফেজখানা : সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট'

২. এই সব উদ্যোগের মধ্যে, পূর্বে গোপন ডিটেনশন ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহৃত নেভী মেকানিকস স্কুল (এসমা)তে 'মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে স্মৃতি কেন্দ্র' স্থাপনের জন্য ২০০৪ সালের মার্চ প্রেসিডেন্টের ঘোষণা।

- রিলেটিভ অব ডিটেইনড এ্যান্ড ডিসএপেয়ার্ড পার্সনস ফর পলিটিক্যাল রিজনস
- পিস এ্যান্ড জাস্টিস সার্ভিস (এস ই আর পি এ জে)
- সোশাল এ্যান্ড হিসটোরিক্যাল মেমোরি ফাউন্ডেশন

যে সব প্রতিষ্ঠান মেমোরিয়া আবিয়ের্তা গঠন করেছে, তারা যৌথ স্মারক কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার জন্য তাদের সামর্থ নিয়োগ করেছে। এই যৌথ সমন্বিত কার্যক্রমের ভিত্তি হচ্ছে একটা মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী : একটা সমাজ যা তার অতীত জানে এবং যৌথ স্মারক উদ্যোগকে ধারণ করে, তার বেশী সম্ভাবনা রয়েছে, নিজের পরিচিতি বিনির্মাণের ও গণতন্ত্রকে সুসংহতকরণের।

মোমোরিয়া আবিয়ের্তার প্রতিটি কার্যক্রম, মানবাধিকার সংগঠনসমূহের পেশাদারীত্ব যোগ্যতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংযোগ সৃষ্টি করে।

মেমোরিয়া আবিয়ের্তার কর্মসূচী উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিতে, যৌথ স্মৃতিভান্ডার গড়ার লক্ষ্যে একটি পদ্ধতির উদ্ভব ঘটায়।

নথীবদ্ধকৃত ঐতিহ্য কর্মসূচীর আওতায়, অন্যতম প্রাথমিক কাজ হচ্ছে প্রতিটি সংস্থার মহাফেজখানায় রক্ষিত দলীল পত্রাদি প্রণালীবদ্ধ করণ।

মনোযোগের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ঃ

কথ্য ইতিহাসের মহাফেজখানায়, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন যুগের অত্যাচারিত মানুষ জন, তাঁদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গুম, নিখোঁজ, খুন হয়ে যাওয়া মানুষ জনের আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবদের সাক্ষাতকার, অভিজ্ঞতার বিবরণ[৩] সংগ্রহ করা, সংকলন করা হয়। কথ্য ইতিহাসের মহাফেজখানার লক্ষ্য হলো পরবর্তী গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ, সংকলন করা।

ছবির মহাফেজখানা
ছবির মহাফেজখানায় ১৯৩০ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের ছবি সংগ্রহ ও বিন্যস্তকরণ করা হয়।

স্থানভিত্তিক মহাফেজখানা
রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস কালীন সময়ে আর্জেন্টিনার বিভিন্ন স্থানে শত শত গোপন ডিটেনশন ক্যাম্পের তথ্যাদি, স্থানভিত্তিক মহাফেজখানায় সংরক্ষিত করা আছে। এই কর্মসূচীর লক্ষ্য হলো স্থানের প্রেক্ষাপটে (কোন স্থানে কেমন নিপীড়ন হয়েছে) রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের তথ্যাদি বিশেষণ করা। এ ছাড়াও এ কর্মসূচী কিছু পুণর্জীবন কার্যক্রম করে ঃ গোপন ডিটেনশন ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্রগুলোতে প্রকাশ্যে নিয়ে এসে প্রর্দশনীর ব্যবস্থা করা; যেন জনগণ উপলব্ধি করতে পারেন ভৌগলিক প্রেক্ষাপটে কোথায় কিরকম নির্যাতন হতো।

কর্মসূচীর ফল ঃ মহাফেজখানার ব্যবহার

“১১০ টা অশ্রেণীকৃত বাক্সে ও শ্রেণীকরণকৃত ৬০ টি বাক্সে সংগৃহীত প্রতিটি কাগজপত্র সংরক্ষণ করা হয়েছে। শ্রেণীবদ্ধ করণের পর তা থেকে পাওয়া নির্যাতনের প্রাণবন্ত কাহিনী।”

“এ হচ্ছে সে সব বর্ণনা যার রয়েছে ঐতিহাসিক মূল্য,ভাবাবেগ এবং সহমর্মিতার আকাঙ্খা”

“ এই সব দলীল পত্র জনগণের র‌্যালী, ঘোষণা, প্রতিবেদন, প্রেস বিজ্ঞপ্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়,যা তখনকার কার্যক্রমের নির্ভরযোগ্য প্রতিচ্ছবি।”

“এই সব কাগজপত্রে হাজার হাজার নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের এবং তাদের উপর অত্যাচারীদের নাম মনে পড়িয়ে দেয়, মনে পড়িয়ে দেয় গুপ্ত নির্যাতনগুলোর কথা এবং নিখোঁজ হয়ে যাওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের আইনগত লড়াইয়ের প্রচেষ্টার কথা।”

“আজকে আমরা জানতে পারি রাজনৈতিক কারণে নিখোঁজ ও খুন হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজনদের বক্তব্য যা ধারণকৃত ৯৮৫০টি পাতায় বলা হয়েছে।”

৩. এই সব সাক্ষাতকার একদল বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা ভিডিও করা হয়েছে ।

(২০০৩ সালের ২২ ডিসেম্বর, বুয়েনস আয়ার্সে, কলেজিও পাবলিকো ডি এবোগাডোস ডিলা ক্যাপিট্যাল ফেডারেল এ ডকুমেন্টারী হেরিটেজ প্রোগ্রাম-এ রাজনৈতিক কারণে আটককৃত ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনদের পক্ষে বক্তব্য উত্থাপন কালে মাবেল গুয়েটিরেজের মন্তব্য)

২০০২ সালের এপ্রিলে নথীবদ্ধকৃত ঐতিহ্য কর্মসূচী কাজ শুরু করে। জুলাই ২০০৪ সালের মধ্যে ২৫০০০ দলীল পত্রাদি সংগৃহীত ও সুবিন্যস্ত হয়। বর্তমানে মেমোরিয়া আবিয়ের্তার ওয়েবসাইটে যৌথ ক্যাটালগে'র মাধ্যমে সমস্ত দলীল পত্রে প্রবেশ করা যাবে। সুবিন্যস্ত দলীল পত্রাদি একটা ক্যাটালগে ছাপা হয়েছে এবং যে সাতটি সংগঠন সমন্বয়ে মেমোরিয়া আবিয়ের্তা গঠিত হয়েছে তাদের প্রত্যেক সংগঠনকে নিজের সংগৃহীত দলীল পত্রাদি সহ অন্যান্য সহযোগী সংগঠনসমূহের দলীল পত্রাদি পর্যালোচনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

আনুষ্ঠানিক ভাবে কাজ শুরুর পর, রাষ্ট্রিয় সন্ত্রাসকালীন সময়ের নির্যাতন সংক্রান্ত দলীল পত্রাদি সংগ্রহ ও দলীল পত্রাদিতে প্রবেশাধিকারের বিষয়টি সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। বিগত ৬ মাসে, ১৫০০ জন, মেরিয়া আবিয়ের্তার ওয়েবসাইট পরিদর্শন করেছেন, ৬৬৮ জন 'কালেকটিভ ক্যাটালগে' অনলাইনে অনুসন্ধান করার জন্য নাম নিবন্ধন করেছেন।[৪]
অনলাইন ডাটাবেসে প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর তাঁরা সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার সংগঠনের সঙ্গেঁ সরাসরি যোগাযোগ করে দলীল পত্রে প্রবেশাধিকার চেয়েছেন।

এ মহাফেজখানা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহযোগী সংগঠনগুলো নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে থাকে। অনেক সময় তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বা প্রকাশনা বের করে। এই রকম যৌথ ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট উদাহরণের অন্যতম হলো'মেমোরিয়ালস এ পুরা ট্রিপা: প্রেটেরিটোস কিউই রেসিসটেন এ সার পাসাডো'বইতে মাদার্স অফ দা প্লাজা ডি মেয়ো-লাইনা ফান্ডাডোরার ছবি ব্যবহার এবং পত্রিকা "একিউন (আই এম এফ সি) তে "রিলেটিভস অফ ডিটেইনড এবং ডিসএপেয়ার্ড পার্সন ফর পালটিক্যাল রিজনর্স'থেকে একজন এ্যাকটিভিস্টের ছবি নিয়ে ছাপানো। এই সব উপাদান (ছবি) যা কালেকটিভ ক্যাটালগের অঙ্গ সংগ্রহ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঐসব সংগঠনের ভূমিকা অনশ্বিকার্য।

মহাফেজখানায় রক্ষিত তথ্যাবলী শিক্ষা উপকরণ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। মেমোরিয়া আবিয়ের্তার কথ্য প্রদর্শনী 'ওটরাস ভোসেস ডেলা হিস্টোরিয়া' একটা মাল্টি মিডিয়া সিডি-রম, যাতে রয়েছে, কথ্য ইতিহাস থেকে নেওয়া আত্মকথা, স্বীকারোক্তি, যার সঙ্গে আছে ছবি, লিখিত দলীল পত্র এবং অডিও ভিসুয়াল উপকরণ। এই সিডি-রম, যা মহাফেজখানা থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলীর সম্পাদিত অংশ যা নথীবদ্ধকৃত ঐতিহ্য কর্মসূচীকে সফল করেছে। এই সব দলীল দস্তাবেজের সাহায্যে, দর্শকরা জানতে পারবেন ১৯৬০-১৯৯০ সাল পর্যন্ত আর্জেন্টিনাতে কী ঘটেছিল। তার ইতিহাস নথীবদ্ধকৃত বিশেষ কর্মসূচী, বিশেষ কিছু সংকলন তৈরী করেছে যার মধ্যে রয়েছে মাদারস অফ দি প্লাজা-ডি মেয়ো ফাউন্ডিং লাইন[৬] এর ব্যানার এবং সেন্টার ফর লিগাল এ্যান্ড সোস্যাল স্টাডিস (সিই এল এস) এর পোস্টার ও আইনগত দলীলপত্র।

এই কর্মসূচী, নথীবদ্ধকরনের ক্ষেত্রে নতুন কারিগরী জ্ঞানের সৃষ্টি করেছে যা তথ্যাদি বিশ্লেষনে সহায়ক; যা ইনডেক্স তৈরীতে সহায়তা রয়েছে এবং "থেসারাস" কে সম্প্রসারিত করেছে যাতে আমরা নতুন 'বিবরণী' যুক্ত করেছি; যা মানবাধিকারের বিষয়ে নতুন শব্দাবলীর সৃষ্টি রয়েছে।

দ্বিতীয় অংশ ঃ

কয়েকটি সংস্থার মধ্যে সমন্বিত ভাবে মহাফেজখানা পরিচালনার ঝুঁকিসমূহ

যেহেতু প্রতিটি সংস্থার রয়েছে দলীলপত্র বিন্যাস্ত করার নিজস্ব পদ্ধতি, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে মহাফেজখানা পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু ঝুঁকি অতিক্রম করা জরুরী।

৪. যাঁরা সাইট পরিদর্শন করতে চান, তাঁদের অবশ্যই " কালেকটিভ পরিদর্শনের জন্য নাম নথীবদ্ধ করতে হবে।
৫. ওসার বাসাবে, সম্পাদক বুয়েনস আয়ারেস সম্পাদিত ক্যাটালোগোস ২০০৩।
৬. পোস্টারে রয়েছে, আটক ও হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত পরিচিতি (ছবি,কবিতা,লেখা) ইত্যাদি।
৭. নথীপত্র উদ্ধার ও প্রণালী বদ্ধ করার ক্ষেত্রে 'থেসারাস' একটা পদ্ধতি।
৮. ডেসক্রিপটন হচ্ছে; 'থেসারাসে' ব্যবহৃত একটা পদ্ধতি।

প্রথমত ঃ এই প্রক্রিয়া মহাফেজখানার বাস্তব অবস্থা উন্নয়নের উদ্যোগ নেয় ঃ যেভাবে সংগঠিত করা হয়েছে; মহাফেজখানার জন্য কত খানি স্থান রাখা হয়েছে, প্রযুক্তিগত কী কী সুযোগ সুবিধা আছে। এই সব রকমারী সমস্যা মোকাবেলার জন্য আমরা বেশ কিছু কৌশল নির্ধারন করি। অন্যান্য আরো কিছুর মধ্যে রয়েছে: মহাফেজখানার দলীল পত্রাদি সংরক্ষণের পদ্ধতির ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি (মহাফেজখানার পরিবেশ উন্নয়ন); কম্পিউটারের ব্যবস্থা করা বা সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মহাফেজখানার ব্যবহারের জন্য স্থান বৃদ্ধি।

দ্বিতীয়ত ঃ এক সাথে কাজ করতে যেয়ে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে সহযোগী সংস্থাগুলোর মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। যে সব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আমরা হয়েছি তা হলো : যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে মতপার্থক্য; নথীপত্র সংরক্ষণের দীর্ঘ দিনের অনুশীলিত পদ্ধতি পরিবর্তনে আপত্তি[১০], মহাফেজখানার দলীল পত্র প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন নীতিমালা[১১] ইত্যাদি।

কর্মীদল

সাতটি সংস্থার প্রতিটি সংস্থা থেকে ১ জন করে নিয়ে মেমোরিয়া আর্বিয়ের্তার বোর্ড গঠিত হয়েছে। বোর্ডের দায়িত্ব হচ্ছে মনোযোগের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নত করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর নীতিসমূহ সুত্রায়িত করা । কর্মীদল মেমোরিয়া আবিয়ের্তার অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কাজের সমন্বয় করবে।

নথীবদ্ধকৃত ঐতিহ্য কর্মসূচী, মেমোরিয়া আবিয়ের্তা কতৃক চুক্তিকৃত একটি পেশাজীবি দলের মাধ্যমে তার কাজ সম্পাদিত করবে, যাদের এক একজন এক একটি প্রতিষ্ঠানের মহাফেজখানার সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করবে।

এক জন গ্রন্থগারিক, এক একটি প্রতিষ্ঠানের মহাফেজখানাকে বিন্যস্ত করে ডাটাবেস গড়ে তোলার কাজ করবেন।

একজন প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, লাইব্রেরীয়ান কো-অর্ডিনেটর, প্রোগ্রাম এ্যাসিসটেন্ট এবং একজন তথ্য প্রযুক্তি সহকারীর সমন্বয়ে কর্মী দল গঠিত হয়েছে।

প্রতিটি সংগঠনের মধ্যে মহাফেজখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, নথীবদ্ধ ঐতিহ্য কর্মসূচী ও ঐ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মধ্যস্থতা, সংযোগকারীর ভূমিকা পালন করে। এদের প্রধান কাজ হচ্ছে, মহাফেজখানার উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা, প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রাধিকারগুলো জানানো, সুবিন্যাস্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির নিশ্চয়তা করা।

নথীবদ্ধকৃত ঐতিহ্য কর্মীদল ঃ দায়ীত্বের বিবরণ ও সময় বরাদ্দ

- প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর/কর্মসূচী সমন্বয়কারী ঃ কর্মীদল সমন্বয়ের প্রধান দায়িত্ব ঃ প্রতিটি সংস্থার মহাফেজখানার দায়ীত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা ; অন্যান্য মহাফেজখানা অথবা একই ধরনের উদ্যেগের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।
- বরাদ্দকৃত সময় ঃ সার্বক্ষনিক।
- গ্রন্থগার সমন্বয়কারী ঃ তিনি একজন পেশাদার গ্রন্থগারীক। তার কাজ হলো প্রতিটি সংস্থার লাইব্রেরিয়ানদের কাজের সমন্বয় করা এবং ডাটাবেস ব্যবস্থাপনা করা।
- বরাদ্দকৃত সময় ঃ আংশিক।
- কর্মসূচী সহায়ক ঃ কর্মসূচীর বাস্তবায়নের মধ্যে দৈনন্দিন কাজ কর্ম সম্পাদন করা। বরাদ্দকৃত সময় ঃ আংশিক।
- তথ্য প্রযুক্তি সহায়ক ঃ প্রতিটি সংস্থায় সফটওয়ার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা করা; " কালেকটিভ ক্যাটালগ বা যৌথ তালিকায়" তথ্য সংকলনের জন্য পদ্ধতি ব্যবস্থাপনা করা। বরাদ্দকৃত সময় ঃ আংশিক।

---

৯. কার্যকরী সমঝোতার জন্য আলোচনা।

১০. উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের তথ্য কেন্দ্র ছিল। ছিল তাদের নিজস্ব তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। এই সব ক্ষেত্রে আমরা ঐ সব তথ্য কেন্দ্রের সংগৃহীত দলিল পত্রাদির অংশ বিশেষ নথীবদ্ধ ঐতিহ্য কর্মসূচীর জন্য নির্বাচিত করি, আর বাদবাকী দলীল পত্র আমাদের সকলের সাধারণ ব্যবহারের জন্য রেখে দিই।

১১.প্রত্যেক সংস্থার নিজস্ব সিদ্ধান্ত তাদের সংগৃহিত দলীল পত্রের কোন কোন অংশ তারা জনসাধারনের জন্য উম্মুক্ত করবে। এই বাস্তবতা মোকাবেলা করার জন্য আমরা দুটো পদ্ধতি গড়ে তুলি ১। প্রবেশাধিকারের ৩টি স্তরকে সম্প্রসারিত করা (পরবর্তীতে দেখুন) এবং ২) একজন ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া যিনি প্রতিটি সংস্থার প্রতিটি দলীল পত্রের উম্মুক্ত করনের/প্রবেশাধিকারের মাত্রা ঠিক করবেন (অর্থাৎ প্রতিটি সংস্থার কোন কোন দলীলপত্র জনসাধারণের জন্য কতদূর উন্মুক্ত করা হবে তা স্থির করা।)

- গ্রন্থগারিক ঃ প্রতিটি সংস্থার মহাফেজখানা সমূহের বিদ্যমান দলীল অবস্থা এবং কাজের গুরুত্ব বুঝে সংস্থার সমূহের জন্য পাঁচজন গ্রন্থগারিক নিয়োগ দেয়া হয়। যে সব ক্ষেত্রে পূর্ব থেকেই পেশাদারী গ্রন্থগারিক রয়েছেন, তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, সমন্বয় ও সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

দলীল পত্র জরীপ করা ঃ উপকরণসমূহ শ্রেণীবদ্ধ করা

নথীবদ্ধকৃত ঐতিহ্য কর্মসূচী ; মেমোরিয়া আবিয়ের্তা কর্মসূচীর সদস্য সংগঠনসমূহের মহাফেজখানা সমূহের বিদ্যমান দলীল পত্রাদি প্রাথমিক জরীপের মাধ্যমে কাজ শুরু করে। জরীপ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা পেতে চায় (১) তথ্য সামগ্রীর বর্তমান অবস্থা (২) নথীবদ্ধকৃত ঐতিহ্য কর্মসূচী কর্তৃক প্রয়োজনীয় বিবেচিত দলীলপত্রের শ্রেণীর আওতায় বিদ্যমান দলীল পত্রের পরিমান (৩) মহাফেজখানার সাংগঠনিক কাঠামো এবং প্রণালীবদ্ধ করণ এবং (৪) প্রতিটি সংস্থার বিদ্যমান তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি একজন মহাফেজখানা বিশেষজ্ঞ, একজন তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ এবং একজন সহকারী প্রতিটি সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে তিনমাস ধরে জরীপ সম্পাদন করবেন।

প্রাপ্ত তথ্যাদি ঃ নিচের তিনটি বড় অংশে শ্রেণীবদ্ধ করে প্রতিবেদন করা হয়েছে ঃ

১) সাধারণ তাত্ত্বিক বিবেচনা
২) মানবাধিকার সংগঠনসমূহে বিদ্যমান তথ্যাদির বিশ্লেষন।
৩) নথীবদ্ধকৃত ঐতিহ্য কর্মসূচীর আওতায় সুপারিশমালা ও কাজের অগ্রাধিকারসমূহ।

মানবাধিকার সংগঠনসমূহের নিকট রক্ষিত দলীল পত্রাদির প্রাথমিক জরীপ অক্টোবর ২০০১।

৫. সুপারিশ ও অগ্রাধিকারসমূহ-

৫.১. সাধারণ পর্যবেক্ষণ

তাদের সমগ্র অস্তিত্ব কালে, ঐতিহাসিক বাস্তবতার সঙ্গে তাদের খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে, তাদের অভ্যান্তরীন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটাতে হয়েছে ; এবং তাদের মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের সাংগঠনিক কাঠামোর উন্নয়ন ঘটাতে হয়েছে।
নথীবদ্ধকতৃ ঐতিহ্য কর্মসূচী, মানবাধিকার সংগঠনসমূহের মূল আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই সব সংস্থার বিদ্যমান দলীল পত্রাদি সুষ্ঠু ভাবে সংগঠনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সমাধানকৃত বের করতে আগ্রহী।

৫.২. সুপারিশ সমূহ

৫.২.১. প্রাতিষ্ঠানিক

- একজন ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দেয়া হবে তথ্যাদির জন্য ঃ ঐ ব্যক্তি তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষনের দায়িত্বে থাকবেন; নিশ্চিত করবেন প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা কাজ করছে; এমন ভাবে দলীল পত্রাদি বিন্যস্ত করবেন যেন সর্বাধিক বেশীসংখ্যক ব্যবহারকারী উপকৃত হন।
- যৌথ সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে; স্থির করবেন কোথায় তথ্য সামগ্রী সংরক্ষণ করা হবে।
- দলীল পত্র ব্যবহারের নিয়মাবলী সম্প্রসারিত করবেন। মানবাধিকার সংগঠনসমূহ বা ব্যক্তিগত সংস্থাসমূহের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- তথ্য সামগ্রী প্রবেশাধিকারের বিষয়টির স্তর নির্ণয় করা হবে। সংগঠনসমূহের ব্যবহারের জন্য না, জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য। এ বাদেও দায়ীত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি ঠিক করবেন ক্যাটালগকৃত সামগ্রী কীভাবে অন্যের ব্যবহারের জন্য কত সময়ের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।
- অন্যান্য মহাফেজখানাসমূহের সঙ্গে অগ্রণী সহযোগিতা, ভবিষ্যতের তথ্য নেটওয়ার্কের জন্য, যৌথ ক্যাটালগ প্রয়োগের জন্য।

---

১২. *সংযুক্তি দেখুন ঃ "প্রাথমিক জরীপের দলীল পত্রাদির বৈশিষ্ট্য"*

১৩. *আমরা প্রবেশাধিকারের বিষটির উপর গুরুত্ব দিয়েছি (দলীল পত্র পাওয়া, কত কঠিন বা সহজ) এবং প্রযুক্তির স্তরের উপর যেমন ঃ ডাটাবেস-ডিজিটালাইজেশন।*

৫.২.২. রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণ

ভবন ঃ ভবন যদি ভালো ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, তা'হলে মহাফেজখানার অংশটুকুও খুবই ভালো ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

মহাফেজখানার কক্ষ ঃ যখন সম্ভব হবে, মহাফেজখানাটি একটি বড় কক্ষে স্থাপন করতে হবে। (মাটির তলায় বেসমেন্টে নয়, সিঁড়ি ঘরে নয়, অথবা এমন স্থানে নয়, যেখানে যাওয়া আসা করা কঠিন) মহাফেজখানা কক্ষটি উন্মুক্ত থাকা প্রয়োজন, যেন ইচ্ছা মতো দলীল পত্র, তথ্যাদি নিয়ে আসা যাওয়া করা যায়। একই সময়ে শুধুমাত্র দায়ীত্ব প্রাপ্ত কর্মী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মীগণ মহাফেজাখানা কক্ষে আসা যাওয়া করতে পারবেন। মহাফেজখানার কক্ষ সংস্থার সাধারণ বৈঠক বা সভা কক্ষ থেকে আলাদা হবে। যদি সভা বা বৈঠকের রুমে এই সব দলীল পত্র/তথ্যাদি রাখতে হয়, তাহলে কাঁচের আলমারীর মধ্যে রাখতে হবে, যেন হারিয়ে না যায় বা চুরি না হয়।

সেলফ ব্যবস্থা ঃ বই রাখার সেলফ বা র‍্যাক ২.৫ মিটারের চেয়ে উচুঁ না হয়। খেয়াল রাখতে হবে যেন সেলফে জং না পড়ে, কারণ তা দলীল পত্র নষ্ট করে দিতে পারে।

কন্টেনারস, প্লাস্টিক ফোল্ডারস, কার্ড বোর্ডের বাক্স ইত্যাদি সরিয়ে এসিড ফ্রী রক্ষণাবেক্ষন পাত্রে রাখতে হবে। যদি সংস্থাসমূহ তাদের বিদ্যমান কন্টেনারস, প্লাস্টিক ফোল্ডারস বা কার্ডবোর্ডের বাক্সগুলো রেখে দিতে চায়, তবে দলীল পত্র, ইত্যাদি এসিড ফ্রী কাগজে রাখতে হবে। যা ঐসব তথ্যাদি নষ্ট হয়ে যাওয়া ঠেকাবে।

তথ্যাদির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী ঃ

কর্মীগণ এবং জনসাধারণ, তথ্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে চরম সর্তকতা প্রয়োগ করবেন। প্রতিটি সংস্থা দলীল পত্রাদি নাড়াচাড়া/ব্যবহারের ক্ষেত্রে একগুচ্ছ নিয়মাবলী প্রণয়ন করবেন।

৫.২.৩. কম্পিউটারাইজড তথ্য উপকরণ ঃ

ডিজিটালাইজেশন ও সংরক্ষনের জন্য তথ্যাবলী কম্পিউটারাইজড করা প্রয়োজন।

৫.৩. নথীবদ্ধকৃত ঐতিহ্য কর্মসূচীর মনোযোগের ক্ষেত্র সমূহ

নথীবদ্ধকৃত ঐতিহ্য কর্মসূচী, সদস্য সংস্থা সমূহের সঙ্গে নিম্নলিখিত চার/পাঁচটি ক্ষেত্রে মনোযোগ দেবে ঃ

সাধারণীকরণ বলতে বোঝায় ঃ

মহাফেজখানা সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি মেনে এবং সংস্থার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, সংস্থার সংগৃহীত তথ্যাবলীর সংরক্ষণ, শ্রেণীবদ্ধকরণ ও ব্যবস্থাপনায় একই ধরণের প্রচলিত শব্দাবলী ব্যবহার করা। একটি সংস্থায় যে সব বহুবিধ ও বিভিন্ন ধরনের তথ্যাবলী থাকে, সেগুলো বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে, উপরোক্ত বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সংরক্ষণ ও প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত টুলস ঃ

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি তথ্য সংরক্ষণ ও সেগুলিতে প্রবেশাধিকার/ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কাজের সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য আমাদের টীম উপযোগী সফটওয়্যার ব্যবহার করবে।

মহাফেজখানাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৌশল ঃ

এই জাতীয় সহযোগিতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রথমে "আদর্শ সহযোগিতার মডেল" নির্ধারণ করতে হবে। সংস্থার ভিতরে তথ্য বিনিময়ের জন্য (ইন্ট্রানেট) এবং সংস্থা সমূহের মধ্যে তথ্য বিনিময়ের জন্য (ইন্টারনেট) প্রযুক্তি আমাদের যথেষ্ট সহায়তা দিচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার আমাদের সহযোগিতার থেকে আরো সম্প্রসারিত করবে। প্রতিটি সংস্থায় সংরক্ষিত তথ্যবলীর একটা ডাটাবেস এই সহযোগিতার ভিত্তিতে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

প্রশিক্ষণ ঃ

মহাফেজখানা গুছিয়ে তোলার এবং দীর্ঘস্থায়ীত্বের জন্য, দায়ীত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তথ্য সামগ্রী সংরক্ষণ, বিন্যস্তকরণ ও মহাফেজখানার সাংগঠনিক উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

কর্মসূচী সংগঠিত করণ

ক) মহাফেজখানার কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ ঃ আমরা কীভাবে কাজে এগিয়ে নেবো, সে সম্পর্কে আমাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গীগত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আমরা যেখানে রয়েছে, সেখানেই বিদ্যমান/সংগৃহীত তথ্যাবলী সুবিন্যস্ত করবো। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি সংস্থায় যে সব তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছে এবং ঐ সব সংস্থার মূল সাংগঠনিক কাঠামো অক্ষুন্ন রাখা। প্রতিটি সংস্থার বিদ্যমান তথ্যাবলী প্রথমে ঐ সংস্থার নামে নিবন্ধনকৃত করা হবে, তার পরে 'কালেকটিভ ক্যাটালগে' জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য অনলাইন নিবন্ধন করা হবে।

খ) যৌথ প্রকাশনা ঃ অনলাইন 'কালেকটিভ ক্যাটালগে' এ প্রতিটি সদস্য সংস্থার সংগৃহীত দলীল পত্রাদির ডাটাবেজ সংরক্ষিত রয়েছে। এই ডাটাবেজ নির্দিষ্ট সময় পর পর হাল নাগাদ করা হয়। এই ক্যাটালগের কপি মুদ্রিত করে, সদস্য সংস্থাসমূহের মধ্যে বিলি করা হচ্ছে, এই ক্যাটালগ ও হালনাগাদ কৃত শেষ অবস্থা মেমোরিয়া আবিয়ের্তাব ওয়েবসাইটে, জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য আপলোড করা হয়।[১৪]

গ) দলীল পত্রের বর্ণনা ঃ প্রতিটি দলীল পত্রটা পৃথক নথীতে সংরক্ষিত থাকবে। পূর্বে বর্ণিত থেসারা পদ্ধতিতে, আন্তর্জাতিক মানে প্রতিটি নথী সংরক্ষিত থাকবে।

ঘ) নির্বাচিত ডিজিটালাইজেশন ঃ নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনা করে 'কালেকটিভ ক্যাটালগে' সংগৃহীত দলীল পত্রাদির মধ্য থেকে নির্বাচিত কিছু অংশ ডিজিটাইলজ করা হবেঃ
১। সংস্থার প্রয়োজনীয়তা, ২। দলীলগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব, ৩। দলীল পত্রের সংরক্ষন পদ্ধতি-
কোন দলীল একবার ডিজিটালাইজ করা হলে, তা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে।

ঙ) প্রবেশাধিকারের স্তর নির্ধারন ঃ প্রতিটি সংগঠন তাদের দলীল পত্রে যা জন সাধারণকে কোন স্তর পর্যন্ত প্রবেশাধিকার দেবে তা নির্ধারণ করবে।
প্রবেশাধিকারের ৩টি বড় দাগের স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে-
- উম্মুক্ত ঃ যে সব দলীলপত্র জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে।
- আংশিক সীমাবদ্ধ ব্যবহারকারীর জন্য ঃ সীমাবদ্ধ ব্যবহারকারীর জন্য উন্মুক্ত।
- ব্যবহার সীমিত ঃ শুধুমাত্র মানবাধিকার সংগঠন সমূহের ব্যবহারের জন্য।

সংগৃহীত দলীলপত্র পর্যালোচনা করা হয়ে গেলে কর্মীদল দলীলপত্রাদি সুবিন্যস্ত করা শুরু করবে, ডাটাবেস তৈরী করবে এবং প্রতিটি সংস্থার মহাফেজখানায় দলীলপত্রাদি প্রণালীবদ্ধভাবে সাজানো শুরু করবে।[১৫]

দলিলপত্রাদি সুবিন্যস্ত করার টুলস্‌সমূহঃ
আমরা নিম্ন লিখিত পদ্ধতি ও থেসারী সমূহ, বিদ্যমান দলীল পত্রাদি বিশ্লেষন ও শ্রেণীবদ্ধ করণের কাজে ব্যবহার করেছি ঃ

- বিবলিও গ্রাফিক ইনফরমেশন সিসটেম ঃ সি ই পি এন, স্যান্টিয়েগো দ্যা চিলি ইউনাইটেড নেশনগনস ১৯৮৪
- ক্যাটালগ ডি ক্যাটালোগোসিয়নে এ্যাঙ্গালোমেরিক্যান্স, দ্বিতীয় সংস্করণ
- থেসারী (বিশেষ করে মানবাধিকার বিষয়ক)
- সি ও ডি ই এইন ইউ সি এ
  সান জোস কোস্টা রিকা ১৯৮৭
- চিলিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন
  স্যান্টিয়গো ডি চিলি ২০০২
- সাধারণ থেসারী ঃ
  ইউ এন বি আই এস- দ্যাগ হ্যামারসোল্ড লাইব্রেরী ইউনাইটেড নেশনগনস ১৯৮৬
- ম্যাকরোথেসারিয়াস ওসি ডিই
  পঞ্চম সংস্করণ ওসিডিই ১৯৯৮

নথীবদ্ধকৃত ঐতিহ্য কর্মসূচী যে সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে ঃ

নথীবদ্ধকৃত ঐতিহ্য কর্মসূচী সংগঠিত করার প্রক্রিয়ায়, আমরা ধারাবাহিক প্রযুক্তিগত ও ব্যবস্থাপনা সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি।

১৪. http/www. memoriaaabierta.frg.ar. এ্যাটাচমেন্ট দেখুন অনলাইনে "কালেকটিভ ক্যাটালগের" নমুনা অনুসন্ধান দেখুন।

১৫. এর জন্য মোটামুটি দুই মাস সময় লাগবে। নথীবদ্ধকৃত ঐতিহ্য কর্মসূচী, নিজস্ব অফিস রয়েছে এমন পাঁচটি সংস্থায় কাজ শুরু করে। এর পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে যে সব সংস্থার অফিস নেই, তারা যে সব ব্যক্তিগত বাড়ীতে তাদের সংগৃহীত দলীল পত্রাদি রেখেছে তা প্রণালীবদ্ধ করা।

একটা টীমের কাছে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দলিলপত্র একই সময়ে প্রণালীবদ্ধকরনের কাজের নিয়মাবলী প্রণয়নের বিষয়টি ছিল একটা বড় চ্যালেঞ্জ। কাজের গতিকে ভালো রাখার জন্য আমরা গ্রন্থকারিকদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করতাম এবং কাজ নীরিক্ষার জন্য একটা কোয়ালিটি কন্ট্রোল পদ্ধতি চালু করেছিলাম।

কোয়ালিটি কন্ট্রোলকে গণ্য করা হয়েছিল অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে। একই ধরনের দলীল পত্রকে একটি ছকের মধ্যে আনার বিষয়টা লাইব্রেরীয়ানদের শিখতে হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটা ছকের/বর্গের নাম দেওয়া হলো 'এসক্রেচ'। 'এসক্রেচ' হচ্ছে একটা প্রচন্ড রাজনৈতিক চরিত্র সম্পন্ন প্রতিবাদ কার্যক্রম। যা মানবাধিকার গ্রুপ এইচ আই, জে, ও, এস সংগঠিত করেছিল। এই প্রতিবাদ কার্যক্রমের লক্ষ্য ছিল, যে সব নিপীড়নকারী তখনো মুক্ত ছিল তাদের বাসা/ঘর চিনিয়ে দেওয়া।

মহাফেজখানাগুলো যে সব দলীল পত্র সংরক্ষণ করতো তার মধ্যে ছিল ঃ
নিখোঁজ ও খুন হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের আত্মীয় স্বজনদের সাক্ষ্য, চিঠি পত্র, আইনী লড়াইয়ের কাগজপত্র, সংবাদ, ছবি, ব্যানার, পোষ্টার বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি। একই সময়ে এই সব দলীলপত্রের বিভিন্ন ফর্ম ছিল, ভিডিও, ফটোকপি, ডিজিটাল প্রিন্ট ইত্যাদি।

দলিলপত্র সজ্জিত করার সময় ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্ব নির্ধারণ ও একটা ফরমেটের মধ্যে ফেলে বিন্যস্ত করার কাজের জটিলতা ছিল আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী।[১৭]

তথ্য বিন্যস্তকরণ

নথীবদ্ধকৃত ঐতিহ্য কর্মসূচীর প্রথম পর্যায়ে, আমরা ইউনেস্কো কর্তৃক বিনামূল্যে প্রদত্ত লাইব্রীয়ানদের বহুল ব্যবহৃত উইনিসিস সফটওয়ার ব্যবহার করতাম। সংস্থাগুলো প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপত্র কোন পর্যায়ে আছে, মেমোরি আবিয়ের্তা কর্তৃক তা নিরীক্ষনের পর প্রতিটি সংস্থার কম্পিউটারে ঐ সফটওয়ার ইনস্টল করা হয়। তারপর সংস্থাগুলোকে প্রযুক্তিগত ভাবে হালনাগাদ করা হয়। কিছু দিন পর মূল্যায়নের ভিত্তিতে আমরা একটা মাল্টিমিডিয়া ইনডেক্স সিস্টেম উন্নয়নের উদ্যোগ নেই। সি ই পি এ এল ভিত্তিক ক্যাটালগ ফরম্যাটের উপর ভিত্তি করে তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা হয়েছে। সি ই পি এ এল পদ্ধতি অনুযায়ী ডাটা বেজে নাম ও পার্থক্যের ভিত্তিতে তথ্যাবলী শ্রেণীবদ্ধ করা সম্ভব। সংস্থাসমূহের সিদ্ধান্ত ভিত্তিতে মোমোরিয়া আবিয়ের্তা কর্মসূচীর মধ্যে যথেষ্ট নমনীয়তা অনুশীলন করা সম্ভব।

অনলাইন অথবা অফলাইনে তথ্যাবলী আপডেট করা সম্ভব।[১৮]. এর পর মেমোরিয়া আবিয়েতার কেন্দ্রীয় ডাটাবেস সমস্ত তথ্যাবলী সংরক্ষিত করে জনসাধারণের জন্য পঠন উপযোগী করা হবে।

'কালেকটিভ ক্যাটালগে' দেওয়ার পূর্বেই প্রতিটি সংস্থা এই তথ্যগুলি পাবে।

এই পদ্ধতি প্রতিটি তথ্যের রেকর্ড সংরক্ষণ করে, যার সঙ্গে অসংখ্য সংযোগ ঘটানো সম্ভব, যেমনঃ ছবি, ভিডিও, টেক্সট ইত্যাদি।

অনলাইন প্রতিটি তথ্যের প্রবেশাধিকার সম্ভব। তথ্যে প্রবেশাধিকারের পূর্বে ঐ দলীলের প্রবেশাধিকারের স্তর সম্পর্কে পরামর্শের পরই ঐ তথ্যে প্রবেশাধিকার সম্ভব। একটা নথী, খুজে বের করার প্রক্রিয়ায় এই পদ্ধতি ব্যবহারকারীকে ঐতথ্যে উল্লেখিত ব্যক্তিদের তালিকা, প্রতিষ্ঠান সমূহ, ঘটনা বিবরণী ও স্থান সমূহের বিবরণ, দেখায়।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, দলীল সমূহ প্রবেশাধিকারের ভিত্তিতে ৩টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। এ বাদেও, বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারকারী রয়েছে কেউ কেউ[১৯] নিয়মিত ব্যবহারকারী। এ বাদেও রয়েছেন, কিছু বিশেষ প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ যাঁরা সংরক্ষিত দলীলপত্রাদি দেখবেন।

---

১৬. এইচ.আই.জে. ও, এম হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সময়ে নিখোঁজ ও নিহত ব্যক্তিদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গঠিত একটি মানবাধিকার সংগঠন।

১৭. লাইব্রেরীয়ানগণ, মানবাধিকার সংগঠনসমূহের সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা করে থাকেন, যখন তথ্যাবলী হচ্ছে নিখোঁজ মানবাধিকার কর্মীদের নিয়ে, যে সব তথ্যাবলী জীবিত কর্মীদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন তথ্যাবলী হচ্ছে কোন ব্যানার বা ছবিতে উল্লেখিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে, তখন ঐ সব ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

১৮. যাঁরা নথীবদ্ধকৃত ঐতিহ্য কর্মসূচীতে কাজ করেন তাঁদের জন্য এটা প্রযোজ্য।

লিন্যাক্স প্লাটফরমের উপর ভিত্তি করে, সিসটেম গড়ে তোলার জন্য আমরা ‘ওপেন কোড’ ফরম্যাট ব্যবহার করেছি। আমরা নিম্নলিখিত বিভিন্ন কারণে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি ঃ ১) দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সফটওয়্যার, ২) প্রযুক্তি গত ভাবে তুলনামূলক বেশী নির্ভরশীল, ৩) ব্রান্ড বা কপি রাইট প্রোডাক্টস এর উপর নির্ভর না করার সুবিধা।[২১]

এর পাশাপাশি তথ্য আপলোডিং-এর জন্য আমাদের কর্মীদল বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহার করেছে। সফটওয়্যার ইন্সটলেশনের পূর্বে আমরা পদ্ধতিতে বহুকিছু সংযোজন করেছি।[২২]

মেমোরিয়া আবিয়ের্তাব পরিচালনায়[২৪], একটি “ওপেন বোর্ড” সফট কোম্পানীর ব্যবস্থাপনায় এই পদ্ধতি[২৩]‘র উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে।

যে সব উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটানো হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে

- ১৮ ডিসেম্বর ২০০২, ওয়েব সাইট সার্চ করা হয় (নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু)
- ২৪ মার্চ ২০০৩, মার্চ, ইন্টারফেস আপ এ্যান্ড রানিং
- আগষ্ট ২০০৩, নথীপত্র রেকর্ড করা ও সম্পাদনা করা
- অক্টোবর ২০০৩, “কালেকটিভ ক্যাটালগে” প্রথম তথ্য দেওয়া

উপসংহার ঃ তথ্য উপাত্তে আরো প্রবেশাধিকারের জন্য মহাফেজখানাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন।

রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের সাম্প্রতিক অতীতকে যৌথভাবে তুলে ধরার, মানবাধিকার সংস্থাসমূহের সিদ্ধান্ত, মোমোরিয়া আবিয়ের্তা কর্মসূচীর সৃষ্টি করেছে। এক সাথে এই কাজের সূচনা আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের উপর একটি জাদুঘর স্থাপনের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে মানবাধিকার সংস্থা সমূহকে আরো উদ্বুদ্ধ করেছে।

দুই বৎসরের বেশী সময় ধরে কাজ করার পর, নথীবদ্ধকৃত ঐতিহ্য কর্মসূচী আমাদের এই যৌথ কার্যক্রমের গুরুত্ব ও মূল্য নিশ্চিত করেছে। আমাদের কাজ শুধুমাত্র মানবাধিকার সংগঠন সমূহের জন্য গুরুত্ব পূর্ণ নয়, বৃহত্তর সমাজের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা আমাদের কাজের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে, অন্যান্য যে সব সংস্থা যৌথভাবে মহাফেজখানা স্থাপন করতে চায়, তাদের জন্য কিছু শিক্ষা সংকলন করেছি ঃ

- সমস্ত সংগঠনের কাছে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কাজের সুযোগ স্পষ্ঠভাবে তুলে ধরা অবশ্য পালনীয়।[২৬]
- প্রতিটি সংস্থার যারা দলীলপত্র সংরক্ষনের দায়ীত্বে রয়েছে, তাঁদের পেশাদারী দক্ষতা যাই থাকুক না কেন, তাঁদের এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এর সঙ্গে নিজেদের দলীলপত্র, তথ্যাদি ব্যবহারের জন্য প্রতিটি সংস্থার মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে। [২৭]
- নথীবদ্ধকৃত ঐতিহ্য কর্মসূচী নিজেদের “বিষয়ভিত্তিক নির্বাচনের”[২৮]র সীমারেখা তৈরী করবে এর ফলে সমস্ত সংগ্রহ থেকে অগ্রাধিকার নির্বাচন ভিত্তিক বিষয় ভিত্তিক নথীপত্র বিন্যস্ত করার উপর আমরা গুরুত্ব দেবো।
- লাইব্রেরী বিজ্ঞানে দক্ষ একদল ব্যক্তি এবং নীরিক্ষা ও অগ্রগতি পরিচালনার কাজে নিবেদিত একজন সমন্বয়কারীর সমন্বয়ে একটা টীম গঠন, এই কার্যক্রম বা পরিচালনার ক্ষেত্রে মৌলিকশর্ত। একটা কার্যকরী টীম গঠনের বৈশিষ্ট্য সমূহ হচ্ছেঃ

---

১৯. তথ্যাবলী ব্যবহার ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের উপর নির্ভর করে এই পদ্ধতি বিভিন্ন ব্যবহারকারী গ্রুপের সংজ্ঞা নির্ণয় করবে। উভয় ক্ষেত্রে মোমোরিয়া আবিয়ের্তা, চাহিদার পরিবর্তনের ভিত্তিতে, ব্যবহারকারী দলের উন্নয়ন, পরিবর্তন করবে, তাদের কার্যক্রমকে সহায়তা করবে, তাদের কার্যক্রম নিরীক্ষণ করবে।

২০. সফটওয়ার হচ্ছে, একটি বিশেষ প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজ, বহুবিধ কোড লাইনের সমষ্টি। “ওপেন কোড” সফটওয়ার, ব্যবহারকারীকে যে সব সুবিধা দেয় তা হলো এর কার্যকারিতার উপর অনুসন্ধান ও উন্নয়ন।

২১. লাইসেন্স খরচ, সফটওয়ার অকার্যকারী হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি, সফটওয়ার আপডেট করার খরচ ইত্যাদি।

২২. উইনিস, এ্যাকসেস ইত্যাদি।

২৩. চারটি অঙ্গে সিসটেম গড়ে তোলা হয়েছে ঃ একটা ফায়ারবার্ড ক্লায়েন্ট সার্ভার ডাটাবেস, একটা পি এইচ পি সার্চ সিস্টেম, একটা পি এইচ পি সিকিউরিটি এ্যাডমিনসট্রেটিভ সিস্টেম এবং এস কিউ এল উইনডজের উপর ভিত্তি করে একটা আপলোডিং সিস্টেম।

২৪. ইনফরমেশন টেকনোলজি এ্যাসিসট্যান্টের দায়ীত্বের অধীনে।

২৫. সংযুক্তি দেখুন “যে ধরনের জাদুঘর আমরা চাই”।

২৬. আমাদের ক্ষেত্রে আমরা একটা নতুন সংস্থা গঠন করেছিঃ মেমোরিয়া আবিয়ের্তা। যার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

২৭. উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্রতিটি সংস্থা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তাদের সংগৃহীত দলীলপত্রের কোন অংশ তারা উন্মুক্ত করবে এক্ষেত্রে তারা নথীপত্র প্রণালীবদ্ধ করার ক্ষেত্রে। প্রয়োজনের অগ্রাধিকারকেও বিবেচনা করবে।

২৮. রাষ্ট্রীয় নিপীড়ণ ও তার প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত দলীলপত্রকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ঃ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে নিবেদিত একজন টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর এবং একজন ইনফরমেশন টেকনোলজি স্পেশালিষ্ট।

এবাদেও, আমরা মহাফেজখানাসমূহের সমন্বয়ের কাজে, আমরা বেশ কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যার নির্ভরযোগ্য সমাধান বের করেছি।

এইসব প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে ঃ প্রতিটি সংস্থায় সফটওয়্যার স্থাপন, "কালেকটিভ ক্যাটালগ" তৈরীর জন্য ডাটা সন্নিবেশিতকরণ, ক্যাটালগ ছাপানো এবং অনলাইনে স্থাপন করা। আমরা বিনামূল্যে, বা কপিরাইট নাই এমন সব সফটওয়্যার ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছি। মহাফেজখানা ব্যবস্থাপনার জন্য উইনেস্কো আবিস্কৃত সফটওয়্যার অত্যন্ত উপযোগী।এই সফটওয়্যারে, ব্যাপক সংখ্যক প্রোগ্রাম রয়েছে যা দিয়ে বিভিন্ন কাজ করা যায়, যেমন মাইক্রোলসিস, ইউনিসিস ফর মাব, এবং ওপেনিসিসি। এবাদেও একগুচ্ছ টুলস থাকে, যা ইন্টারনেট ও অন্যান্য প্রযুক্তিতে ব্যবহারের উপযোগী।

নথীপত্র, বিন্যস্ত করার কাজে বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ প্রয়োজন, যারমধ্যে রয়েছেঃ

বড় জায়গা, বিশেষ ধরণের আসবাবপত্র, কম্পিউটার এবং সর্বোপরি জ্ঞান সম্মৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গ। এই ক্ষেত্রে বলা যায় আমাদের কর্মসূচী, বিদ্যমান সহায় সম্পদের সাহায্যে সর্বোচ্চ কাজ করেছে, সংস্থাসমূহের মহাফেজখানা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটিয়েছে, এমন সব কাজ করেছে, যা একটা সংস্থা একা এই কাজ করতে পারতো না, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তথ্য সমূহের অনলাইনে উপস্থাপন।

আমরা আশা করি, আমাদের এই প্রকাশনা, এই ধরণের অন্যান্য উদ্যোগকে উৎসাহিত বা সহায়তা করবে এবং আমাদের কাজের প্রতিফলন, অন্যদের যৌথভাবে মহাফেজখানা ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করবে ও শক্তিশালী করবে।

সংযুক্তি

মানবাধিকার সংস্থাসমূহের মহাফেজখানা ঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

কোন প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার সংগঠনগুলো মহাফেজখানা গড়ে তোলাকে বিবেচনায় আনলো। এটা উপলব্ধির জন্য, আর্জেন্টিনার ইতিহাসের কয়েকটি গুরুত্ব ঘটনাকে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১৯৭৬ সালে সশস্ত্র বাহিনী, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত ইসাবেলা পেরনের সরকারকে (জুয়ান ডোমিঙ্গোঁ পেরণের বিধবা স্ত্রী।) উৎখাত করে। যাইহোক, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপর সশস্ত্র বাহিনীর হস্তক্ষেপের এটাই প্রথম উদাহরণ নয়। ১৯৩০-১৯৮৩ সালের মধ্যে মাত্র দুটো নির্বাচিত সরকার পুরো সময়কাল ক্ষমতায় থাকতে পেরেছে। ১৯৬০ সালের শেষের দিকে, আর্জেন্টিনা দুটো ফ্যাক্টরের উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক পরিবেশে সৃষ্ট উত্তেজনার অভিজ্ঞতা অর্জন করে। (১) ১৯৫৫ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত দেশের প্রধান রাজনৈতিক শক্তির মতাদর্শ 'পেরোনিজম' কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা, (২) ক্রমবর্ধমান যুব সক্রিয়তা, "মুক্তি অথবা নির্ভরশীলতা" এই শ্লোগানের আহবানে প্রতিবেশীদের সমিতি, ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক সংগ্রাম ব্যাপক মাত্রায় অংশগ্রহণ। শ্রমিকগণ, যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল পেরনিস্ট এবং অসংখ্য বহুমূখী যুব সংগঠন। তাদের কার্যক্রমের মধ্যেছিল স্ট্রাইক, কারখানা দখল এবং সশস্ত্র কার্যক্রম।

সশস্ত্র বাহিনী "জাতীয় নিরাপত্তার ডকট্রিন" এই আহবানে, সমগ্র ল্যাতিন আমেরিকায় অনুশীলিত মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের পলিসির ভিত্তিতে, প্রণালীবদ্ধ বেআইনী রাষ্ট্রিয় নিপীড়ন চালায়। এই নিপীড়ন পদ্ধতির মধ্যে ছিল, বিচার বিভাগীয় নির্দেশ/অনুমোদন ছাড়াই রাজনৈতিক ব্যক্তিদের আটক, খবর সংগ্রহ ও আটক রাখার জন্য গোপন আটক কেন্দ্র স্থাপন করে আটক রাখা ও নির্যাতন করা। এইসব আটককৃত বা নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের আর কখনোই দেখা যায়নি, যাদের 'নিখোঁজ' বা 'হারিয়ে যাওয়া' ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের আত্মীয় স্বজনরা সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

তাঁরা বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুলে বে-আইনী ভাবে আটক ও নিখোঁজ হয়ে যাওয়া হাজার হাজার ব্যক্তিদের ভাগ্য সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার জন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সংগ্রাম শুরু করেন।

১৯৮৩ সালে, সামরিক জান্তা, ৮ বৎসর ক্ষমতায় থাকার পর, নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। এই সময় জান্তা রেখে যায় ৩০,০০০ আটক বা নিখোঁজ ব্যক্তি, হাজার হাজার বন্দী এবং

দেশান্তরী নাগরিক, ঋনভারে নিমজ্জিত ও জর্জরিত একটি দেশ এবং গ্রেটবৃটেনের সঙ্গেঁ মালভিন যুদ্ধ (ফকল্যান্ড যুদ্ধে) সৃষ্ট অসংখ্য শাররীক ও মানষিকভাবে আঘাত প্রাপ্ত ব্যাক্তিবর্গ।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উত্তরণের সময়কালে, সামরিক সরকার কতৃক নির্যাতনের লোমহর্ষক তথ্যসমূহ প্রকাশ্যে আসতে থাকে এবং মানবাধিকার ইস্যু রাজনৈতিক পরিধিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে।

১৯৮৫ সালে সামরিক জান্তার প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের তাদের কৃত অপকর্মের জন্য বিচার ও শাস্তি হয়। তা সত্বেও, সামরিক বাহিনীর তীব্র বিরোধিতার ফলে কংগ্রেস দুটো "ইমপিউনিটি আইন" অনুমোদন করে যা বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধান কার্যক্রমকে থামিয়ে দেয়। ১৯৮৬ সালে "ফুলস্টপ আইন" বিচারের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটায়। ১৯৮৭ সালে 'আনুগত্যের কারণে' আইন, নিচের পর্যায়ের সামরিক অফিসারদের, সামরিক জান্তা কৃত অপরাধের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

পরের নির্বাচিত সরকার 'জাতীয় ঐক্যের' শ্লোগান দিয়ে সামরিক জান্তার যে সব নেতা তাদের কৃত অপরাধের জন্য জেল খাটছিলো, তাদের ক্ষমা করে দেয়। একই সঙ্গে তারা গেরিলা সংগঠন সমূহের সদস্যদের, তাঁরাও একই সময়ে জেল খাটছিলেন, তাঁদেরও ক্ষমা করে। মানবাধিকার সংগঠনসমূহ এবং সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিরা, যারা নিখোঁজ ব্যক্তিদের পরিণতি সম্পর্কে জেনেছেন, তাঁরা তখন পর্যন্ত এই দায়ীত্বে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন যে, এই সব অত্যাচার ও নিপীড়নের মূল হোতাদের চিহ্নিত করে শাস্তি দিতে হবে।

এই সব সংগঠনের লাগাতার সংগ্রাম ও জনগণের আন্দোলনের চাপে কংগ্রেস সম্প্রতি বাধ্য হয়েছে "ইমপিউনিটি আইন" স্থগিত করে সারা দেশে আবার বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করতে।

দ্বৈত নাগরিকত্ব রয়েছে, এমন কয়েকজন বিদেশী ব্যক্তির আটক ও নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে, আর্জেন্টিনার বাইরের কিছু আইনী উদ্যোগ জনগণের সংগ্রামকে আরো গতিশীল করে। মানবাধিকার সংগঠনসমূহের সরবরাহকৃত তথ্য নথীপত্র এই সব উদ্যোগের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

ন্যায় বিচারও সত্যের জন্য সংগ্রামের শিকড়, আর্জেন্টিনার জনসমাজের কতো গভীরে গ্রোথিত তা উপলব্ধি করা যায় প্রতি বৎসর ২৪ শে মার্চ সামরিক অভ্যুত্থান দিবস স্মরণ র‍্যালীতে ব্যাপক সংখ্যক জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

২০০৪ এর ২৪শে মার্চ, বর্তমান জাতীয় সরকার, বুয়েনস আয়ার্সের নেভী মেকানিক্স স্কুলে (এএসএমএ), যেখানে পূর্বে একটি গোপন আটক ও নির্যাতন কেন্দ্র ছিল, একটি স্মৃতি জাদুঘর স্থাপন করেছেন। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ঐ স্থানটি নেভীর প্রশিক্ষন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হত। সরকার ঐ উদ্যোগকে বলছে "মানবাধিকার সংরক্ষন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে স্মৃতি কেন্দ্র।"

এই নাম, আমাদের সাম্প্রতিক অতীত নিয়ে প্রচুর বিতর্কের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

যে জাদুঘর আমরা চাই

মেমোরিয়া আবিয়ের্তা এমন একটা জাদুঘর স্থাপনের জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে, প্রচার করছে এবং কাজ করছে, যা আমাদের স্মারণ করিয়ে দেবে, রাষ্ট্রিয় নিপীড়নের পর্বে অতীতে প্রতিফলন ঘটিয়ে আমরা জাদুঘরকে আর্জেন্টিনাতে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার একটি স্থান হিসেবে দেখি। এই প্রেক্ষিতে আমরা নেভী ম্যাকানিক্যাল স্কুলে (এ সময়) মানবাধিকার সুরক্ষা ও বিকাশের একটি "স্মৃতি কেন্দ্র" গড়ে তোলার রাষ্ট্রিয় উদ্যোগকে সমর্থন করি।

একনায়কত্বেরকালে ও পরবর্তীতে সত্য ও ন্যায় বিচারের জন্য সংগ্রামকালে মানবাধিকার সংগঠনসমূহ, জীবন ও মানবাধিকার রক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহুবিধ মূল্যবান নথীপত্র সংগ্রহ করে। এইসব মানবাধিকার সংগঠনের প্রত্যাশা হচ্ছে, এমন ভাবে এই সব মূল্যবান তথ্যাবলী একটা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করা হোক, যা অতীতে কি ঘটেছিল তার একটা বিবরণমূলক বর্ণনা দিতে পারে।

আমরা এই জাদুঘরকে এমন একটা স্থান হিসেবে দেখতে চাই, যেখানে সকল স্তরের সকল বয়সের জনগণ এসে জমায়েত হবে এবং দলীলপত্র, আত্মকথন, জবানবন্দী এবং প্রদর্শণীর মাধ্যমে জানবে/শিখবে অতীতে কি ঘটেছিল। আমরা বিশ্বাস করি, এই জাদুঘর সাম্প্রতিক দশকগুলোতে যা ঘটেছিল তার একটা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলতে এবং এসব সমস্যার সমাধানে দর্শনার্থীদের উদ্বুদ্ধ করবে।

বহুবিধ উদ্যোগের মাধ্যমে, মেমোরিয়া আবিয়ের্তা রাষ্ট্রিয় নিপীড়নের ইতিহাস সম্পর্কিত বহুবিধ তথ্যপত্র সংগ্রহ, বিন্যস্ত ও সংরক্ষণ করার জন্য কাজ করে। এই সব তথ্য সামগ্রী (লিখিত ও অডিওভিস্যুয়াল), যা হচ্ছে ভবিষ্যতের জাদুঘরের প্রধান সংগ্রহ, যা সংগ্রহ করা হয়েছে, ব্যক্তিগত সংগ্রহকারী, মানবাধিকার সংগঠনসমূহ ও গণসংস্থাসমূহ থেকে।
আরো তথ্য সংগ্রহের জন্য, যোগাযোগ করুন মেমোরিয়া আবিয়ের্তার ওয়েব সাইট এ http/wwwmemoriaaobierta.org.ar.

প্রাথমিক প্রতিবেদনে যে ধরণের দলীলপত্র জরীপ করা হয়েছে-
অভ্যন্তরীন ও জনগণের ব্যবহারের জন্যঃ
আত্মকথন-জবানবন্দী
জনগণের প্রদর্শণের জন্য তথ্য সামগ্রীঃ
সময় ভিত্তিক প্রকাশনা
বই
প্রেস বিজ্ঞপ্তি
অডিওভিস্যুয়াল মেটেরিয়ালস
স্মৃতি চিহ্ন বা পুরস্কার
প্রদর্শণীর জন্য সামগ্রী
প্রতিবেদন
বিচার বিভাগীয় কাগজপত্র

সংরক্ষণ

দলীলপত্র নষ্ট বা ক্ষয় হয়ে যাওয়া কমিয়ে আনার জন্য আমরা মহাফেজখানার পরিবেশ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষন ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য যে সব কাজ করিঃ মহাফেজখানার স্থানের শুধু ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা, মূল দলীল গুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি। যে সব কারণে সংরক্ষিত দলীলপত্র বিনষ্ট বা ক্ষয়প্রাপ্ত হতে পারে তা হলো ফিজিক্যাল, রাসায়নিক বা কেমিক্যাল, বায়োলজিক্যাল, টেকনোলজিক্যাল, মানুষ সৃষ্ট বা দূর্ঘটনাজনিত।

সংরক্ষণ ব্যবস্থা বলতে সেই সব কার্যক্রম গ্রহণ করা বোঝায়, যা দলীলপত্রের ক্ষয়ের কারণসমূহকে কমিয়ে রাখে। সরাসরি সংরক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা, ডিসইনফেকশন করা (জীবানুমুক্ত করা), রি-প্যাক করা ইত্যাদি।

সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে ধাপে ধাপে উন্নত করতে হয়ঃ শুরু করতে হয় সব চেয়ে ভঙ্গুর ও গুরুত্বপূণী তথ্য সামগ্রী দিয়ে।

নথীবদ্ধকৃত ঐতিহ্য কর্মসূচী সংরক্ষণে জন্য নিম্ন লিখিত কাজগুলো সম্পাদন করেছেঃ

- সমস্ত নথীপত্র থেকে পেপার ক্লিপস ও স্ট্যাপল পিন সরিয়ে ফেলা।
- সমস্ত নথীপত্র পলিপ্রোপাইলিন ফোল্ডারে রাখা যা ধবংশ থেকে রক্ষা করে।
- ছবিগুলো ইকো-বোটানিক্যাল প্রিজারভেশন পেপারে লাগানো।
- ছবিগুলো কনজারভেশন বক্সে রাখা।
- ফাইলগুলো ডিজিটালাইজ করে মূল দলীলপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

মেমোরিয়া আবিয়ের্তা ঃ নমুনা অনুসন্ধান

সিস্টেমে প্রবেশের জন্য, মেমোরিয়া আবিয়ের্তার ওয়েবসাইট, http://www.memoriaabierta.org.ar. এ লগ করুন। এবার সাইটে ঢুকে "ডকুমেন্ট সার্চ" ক্লিক করুন।

সিস্টেমে একবার নাম নিবন্ধন করলে একটা স্ক্রীন আসবে। যা আপনাকে বিভিন্ন অনুসন্ধান অপশনের কথা বলবে।

এরপর আপনি মেমোরিয়া আবিয়ের্তার প্রোগ্রামের যে অংশ অনুসন্ধান করতে চান তা সিলেক্ট করবেন, একটা অংশে অনুসন্ধান হয়ে গেলে আপনি আর একটা অংশে যেতে পারবেন।

আপনি যে ফাইলটা সার্চ করতে চান, তা যখন আপনার সামনে আসবে, তখন ডকুমেন্টের কিছু শব্দ আপনার কাঙ্খিত অংশে নিয়ে যাবে, যেমনঃ টাইটেল, সারমর্ম বা অন্যান্য ডাটাবেস।

অগ্রণী অনুসন্ধান করার জন্য ডাটাবেসে অনুসন্ধানকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। এই সব ফিল্ড থেকে, আমরা দেশ/অঞ্চল; জনগণ; প্রতিষ্ঠান; সংগ্রহ; বিষয় ভিত্তিক বিবরণ; প্রভৃতি পরিচ্ছদে যেতে পারি। তথ্য ইতিহাসের মহাফেজখানায় স্বাক্ষাতকার পরিচ্ছদ অন্তর্ভূক্ত।
এই সিস্টেম ব্যবহারকারীদের ডাটাবেসে কি কি তথ্য ঢোকানো হয়েছে, যা 'ডাটা লিস্ট দেখুন', বাটন ক্লিক করে, স্ক্রীনের ডান দিকে দেখানোর ব্যবস্থা করেছে।

অনুসন্ধানের ফলাফল আসবে একটি তালিকা আকারে। যাতে থাকবে ঐ নথীতে বিদ্যমান তথ্য সমূহের তালিকা। "দলীল দেখুন" বাটন টিপলে, একটা জানালায় ঐ বিষয়ে সমস্ত তথ্যাবলী চলে আসবে। যদি আপনি "সংযুক্তি দেখুন" বাটন টেপেন তা হলে ঐ বিষয়ের উপর, যা কিছু আছে, তার সব কিছু দেখাতে পারবেন।

নিচে একটা ডাটাবেস অনুসন্ধানের সুনির্দ্দিষ্ট উদাহরণ দেয়া হলো। আমরা এই নমুনা অনুসন্ধানে, অনুসন্ধান ব্যবস্থাকে উন্নয়নের জন্য, বিস্তারিত পদক্ষেপ সমূহ উল্লেখ করেছি ঃ

১. BUSCAR ফিল্ডে **marcha** এ ঢুকুন। এ ক্ষেত্রে আপনি ১০৭৯টি বিষয় পাবেন।

২. DESCRIPTORES ফিল্ডে আপনি **impunidad** শব্দটি যোগ করুন। আপনি ৪০০টি বিষয় পাবেন।

৩. আপনি *no* **impunidad** (পুরো বাক্যাংশে হচ্ছে **marcha *no* impunidad**) যা নতুন ১২৪টি বিষয় আসবে।

৪. **১৬/০৫/১৯৮৬** যোগ করুন। এবং **১৬/০৫/১৯৮৬** FECHA DESDE y FECHA HASTA তে যোগ করুন। যা ৮৮টি বিষয় নিয়ে আসেব।

৫. ডি-সিলেক্ট করুন 'Proyecto Documental' এ যা ৬টি বিষয় আসবে। প্রথম বিষয়ে আছে ছবি।

৬. রি সিলেক্ট করুণ `Proyecto Documental'এ।

৭. 'ডাটা লিস্ট দেখুন' বাটন টিপুন। এটি 'জনগণের অনুসন্ধান' বিভাগে। যখন স্ক্রীণ আসবে তখন ***Au*** তে টিপুন।

   - সার্চ আইকণে সিলেক্ট করুন।
   - যখন নামগুলো আসবে তখন সিলেক্ট করুন **Auyero, Carlos**.
   - সিলেক্টে ক্লিক করুন/ যা আপনাকে একটা বিষয় এনে দেবে।

নোট ঃ আর একটি অনুসন্ধানে যাওয়ার জন্য 'Limpiar' (ক্লিয়ার) বাটনে ক্লিক করুন।